সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ: ভবিষ্যত বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

[ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ২০২৫] সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) ও ক্লুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিস'র '*ট্রায়ালওয়াচ উদ্যোগ'র* যৌথ গবেষনার মাধ্যমে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর যে প্রভাব ফেলেছে, তা নিয়ে নতুন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের আগে ডিএসএ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে **৩৯৬ জন সাংবাদিক সংশ্লিষ্ট ২২২টি মামলা** বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে ডিএসএ কীভাবে সাংবাদিকতা ও সমালোচনাকে শাস্তিযোগ্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া, ডিএসএ'র প্রয়োগ ও এর প্রভাব সম্পর্কে সরাসরি জানতে **৩০ জন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার** নেয়া হয়েছে।

২০১৮ সালে ডিএসএ প্রণয়ন করা হয় বহুল সমালোচিত ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইন প্রতিস্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু আইসিটি আইনের অনেক সমস্যাজনক ধারাই ডিএসএ এবং এর পরবর্তী ২০২৩ সালের সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট (সিএসএ)-এ অপরিবর্তিতভাবে রয়ে গেছে।

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ক্ষমতাসীনরা ডিএসএ কে সাংবাদিকদের হয়রানি ও ভয় দেখানোর হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। বিশেষত রাজনীতিবিদরা (২২২টির মধ্যে **৭৩টি মামলা**) ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের উদ্দেশ্যে আইনটি ব্যবহার করেছেন। অনেক সাংবাদিককে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগকারী ঘটনার প্রকৃত ভুক্তভোগী হোক বা না হোক, এ আইনটি যে কাউকে অভিযোগ করার সুযোগ দিয়েছিল। ফলে, একই ব্যক্তিকে একই ঘটনার জন্য একাধিক মামলারও শিকার হতে হয়েছিল।

একটি মামলার উদাহরণে দেখা যায়, পুলিশের দুর্নীতির বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মামলা না করলেও শাসক দলের একজন সংক্ষুব্দ ব্যক্তি সেই গনমাধ্যম কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। ঐ সাংবাদিক জানান, জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাঁচ থেকে ছয়জন কর্মকর্তা তাকে আক্রমণাত্মকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার অভিযোগও তিনি করেন। জিজ্ঞাসাবাদের প্রধান বিষয় ছিল তিনি "সরকারবিরোধী" মনোভাব পোষণ করেন কি না।

ট্রায়ালওয়াচের সিনিয়র লিগ্যাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার মানেকা খান্না বলেন, আইসিটি আইনকে প্রতিস্থাপন করে ডিএসএ তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু সেই আইনটি আইসিটি'র মতই বৃহৎ ও অস্পষ্ট ধারাগুলো সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশকে অপরাধে পরিণত করেছে। আইনটি ভিত্তিহীন মামলার বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা দেয়নি এবং পুলিশের হাতে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার ও ডিভাইস জব্দ করার প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা তুলে দিয়েছে।"

ডিএসএ'র বেশিরভাগ মামলাই বিচারপর্যায়ে পৌঁছায়নি। যেগুলো বিচার পর্যন্ত গেছে, সেগুলোর মধ্যে সাংবাদিকদের অধিকাংশই খালাস পেয়েছেন (ডেটাসেটে মাত্র একজন সাংবাদিক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন)। এটি ডিএসএ মামলাগুলোর ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট করে। তবে মামলা পরিচালনার দীর্ঘ প্রক্রিয়া সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত, পেশাগত ও আর্থিক জীবনে গুরুতর ক্ষতি করেছে এবং সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

যদিও ডিএসএ ২০২৩ সালে বাতিল করা হয়েছে, আজকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো এখনো রয়ে গেছে। চলতি বছর অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫ সালের সাইবার সিকিউরিটি অধ্যাদেশ (সিএসও) জারি করেছে, যেখানে ডিএসএ ও সিএসএ'র বেশ কিছু সমস্যাজনক ধারা বাতিল বা সংশোধন করা হয়েছে। তবে সিএসও তে এখনো কিছু অস্পষ্ট ধারা রয়েছে। বিশেষ করে ধারা ২৬, যা "যেকোনো ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণা সংক্রান্ত" এবং "উদ্বেগ সৃষ্টি করে" এমন কন্টেন্ট প্রকাশকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে।

সিজিএস'র প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান বলেন, "বাংলাদেশে স্বাধীন সাংবাদিকতা দীর্ঘদিন ধরে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে এবং ডিএসএ সেই চাপে আরও মাত্রা যোগ করেছে। ডিএসএ'র অভিজ্ঞতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা ভবিষ্যতে এমন আইনি কাঠামো গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আর কোনো আইন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বা গণমাধ্যমকে দমন করতে ব্যবহৃত না হয়। যেকোনো সরকারকে গণমাধ্যমের জন্য মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, এবং এতে নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের সক্রিয় ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।"

ট্রায়ালওয়াচ সম্পর্কে

ট্রায়ালওয়াচ বিশ্বজুড়ে অন্যায়ভাবে আটক সাংবাদিকদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেয়, তাদের মুক্তির জন্য কাজ করে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করে।

ক্লুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিস সম্পর্কে

এই ফাউন্ডেশন ৪০টিরও বেশি দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নারীর অধিকারের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করে। তাদের প্রচেষ্টায় বহু সাংবাদিক মুক্তি পেয়েছেন এবং হাজারো নারী আইনি সহায়তা পেয়েছেন।

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) সম্পর্কে

সিজিএস একটি স্বাধীন, অলাভজনক থিংক ট্যাঙ্ক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা সুশাসন শক্তিশালী করা এবং গণতান্ত্রিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে কাজ করে। গবেষণা, নীতি বিশ্লেষণ এবং বহু-পাক্ষিক সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সহযোগী, নাগরিক সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে কাজ করে তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ ও জনআলোচনাকে উৎসাহিত করে।

জরুরি প্রয়োজনে-

সঞ্জয় দেবনাথ
পাবলিক রিলেশনস কো-অর্ডিনেটর, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)
ফোন: +880171790853, ই-মেইল: sanjoy@cgs-bd.com